ইসলাম এবং কুসংস্কার-(পঞ্চম খন্ড)

সাঈদ কামরান মির্জা
ইউ এস এ

(পাঠকদের কাছে আমার অনুরোধ যে যারা আমার 'প্রথম খন্ড 'পাঠ করিয়াছেন তারা ইচ্ছে করলে 'ভূমিকাটি' স্কীপ করতে পারেন, কারণ এই ভূমিকা প্রত্যেক খন্ডতেই যাবে এবং ভূমিকা একই থাকবে, যদিও দ্বিতীয় খন্ডে ভূমিকাটিকে কিছুটা পরিবর্তন এবং পরিবর্ধিত করা হয়েছে। অবশ্য যারা আমার প্রথম খন্ড পড়েন নাই, তাদের জন্য এই ভূমিকাটি অতি প্রয়োজনীয়। ক্রমাগত ভাবে প্রত্যেক খন্ডে সুধু ইসলামী কুসংস্কারগুলোর নতুন ক্রমিক নং হিসেবে আরও নতুন নতুন চমকপ্রদ সব আজগুবি ইসলামী কেচ্ছা-কাহিনী চলতে থাকবে।)

ভূমিকা

আমরা সবাই জানি যে কুসংস্কার হল কোন popular belief held without any reason or logic. অর্থাৎ কিনা কোন প্রমান বিহীন কথা যাহা সাধারনতঃ মুর্খরা অন্দ্ধভাবে বিশ্বাস করে থাকে। এই কুসংস্কার আবার দুই প্রকার হয়ে থাকে যেমন, রূপকথার (Folklore) কাহিনী যাহা কুসংস্কার হলেও তাকে লোকগাতা বা কেচ্ছা-কাহিনী হিসেবেই ধরা হয়। অন্যটি হল ধর্মীয় কুসংস্কার যাহা একটি অলৌকিক বিশ্বাসের উপর নিহিত থাকে। মুলতঃ অজানা ভয়, পরকালের চিন্তা এবং অলৌকিকতা থেকেই কুসংস্কারের জন্ম হয়। ব্যাপারটি আরও পরিস্কার করে বললে এটাই দাড়ায় যে মানুষের পরকালের অজানা ভয় এবং তা' থেকে সৃষ্ট অবাস্তব কুসংস্কার থেকেই জন্ম হয়েছে পৃথিবীর সকল ধর্ম। তাই দেখা যায় প্রায় সকল ধর্মের আসল উপাদান (Ingredients) হল কিছু অবাস্তব কুসংস্কার। বিশ্বের প্রায় সবক'টি প্রধান ধর্মেই দেখা যায় অনেক কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাস। এদিক থেকে বিচার করলে ইসলাম ধর্মে কুসংস্কার এর ছড়াছড়ি। ইসলাম ধর্মে এত বেশি কুসংস্কার পাওয়া যায় যে এই ধর্মটির মুল স্তম্ভটিই দাঁড়িয়ে আছে কিছু পৌরানিক এবং অলৌকিকতাপুর্ন কুসংস্কারের উপর।

ইসলামের মুল কিতাব কোরান এবং অসংখ্য হাদিস পড়লে এমন অনেক কুসংস্কারের সন্ধান পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এসব কুসংস্কারে বিশ্বাস স্থাপন করেই সৃষ্টি হয় ধর্মীয় উম্মাদনা বা fanatical believers বা অন্ধবিশ্বাসীদের ধর্মীয় মাতম।

বাংলাদেশের বাজারের আনাচে-কানাচে খোজ করলে দেখা যায়, বাজারের বুক-স্টোর, ইসলামিষ্টদের লাইব্রেরী গুলোতে, এমনকি শহরের ফুটপাতেও (*ফাতেমোল্লার ফুট পাতের চাঁদ তাঁরা)* এরুপ হাজার হাজার ইসলামী কিতাব পাওয়া যায় যেগুলোতে কুসংস্কার এ ভর্তি। এইসব ইসলামি কিতাবের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় কিছু বই যেমনঃ **বেহেশেতের কুঞ্জি, বেহেশতী জেওর, মোকসেদুল মুমিনিন, কাছাছুল আম্বিয়া, নেয়ামুল কোরান ইত্যাদি প্রসিদ্ধ এবং জনপ্রিয়।** এইসব ইসলামী কিতাব বাংলা দেশের মত মুসলিম দেশে এত বেশি জনপ্রিয় যে পাবলিসার্সদেরকে ৩০-৪০টি সংস্করন বের করেও কুলোতে পারছেনা।

উপরোল্লিখিত কয়েকটি কিতাবের মধ্যে '**কাছাছুল আম্বিয়া'** সম্বন্ধে কিছু কথা বলা এখানে অতি প্রয়োজন মনে করছি। এই ইসলামী কিতাবটি অন্যসব ইসলামী কিতাব থেকে বেশ আলাদা ভাবে ধরা হয়। কারণ এই কিতাবটি কোন মোল্লা-মাওলানার নিজের মনগড়া কথায় ভর্তি নয়; এই কিতাবটির নাম '**কাছাছুল আম্বিয়া'** যার অর্থ দাড়ায়—'**নবীগনের জীবনী**'। এই বইটিতে আরবের বুকে যত নবী পয়দা হইয়াছে এবং যাহাদের নাম পবিত্র কোরানে এবং হাদিসে জায়গা পেয়েছে

তাদেরই জীবন-কাহিনীতে ভর্তি। অর্থাৎ, এই কিতাবে যাহা লিখা আছে তাহা পবিত্র কোরান ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী রচিত হয়েছে এবং এই বইটির (আমি যে বইটি ব্যবহার করছি) প্রনেতা একজন সুশিক্ষিত মুসলমান নাম তার– এম, এন, এম ইমদাদুললাহ (এম এ; বি এ (অনার্স); এম এ)। কিতাবটির আকৃতি এবং চেহারা একেবারে কোরানের ন্যায় এবং এর সম্মানও অনেক বেশি। লাইব্রেরী গুলোতে এবং ভক্তদের ঘরে একেবারে উপরের Shelf এ কোরানের ঠিক পাশেই তার স্থান হয়। বইটির দামও বেশ, বলতে গেলে একটি অনুবাদ কোরানের চেয়ে মুল্য অধিক। এই কিতাবের ৯০% কথাবার্তাই ভীষন কুসংস্কারে পুর্ন কেচ্ছা-কাহিনী স্থান পেয়েছে এবং এইসব আবেগ পুর্ন কেচ্ছা-কাহিনী—সাধারন বিশ্বাসী মুসলিমগন পড়ে ভক্তিতে গদগদ হয়ে আরওবেশি করে নামাজ-রোজাতে মনোনিবেশ করবে এবং যাদের বিশ্বাস হাল্কা বা বিশ্বাস নেই তারা এইসব আজগুবী কথা পড়ে হেসে চেয়ার থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে যাবে বলেই আমার মনে হয়!

যা হউক, এসব কুসংস্কার পুর্ন ইসলামী কিতাব গুলো বাংলাদেশের ঘড়ে ঘড়ে পাওয়া যাবে এবং **এইসব কিতাবই হল বাংলাদেশের সাধারণ মুসলিম-আমজনতার আসল শিক্ষক বা গুরু।** ইসলাম ধর্মের অনেক শিক্ষাই এরা পেয়ে থাকে এইসব ইসলামী কিতাব থেকে। আর এইসব কিতাবের প্রভাবেই বাংলাদেশের মুসলিম-আমজনতার কাছে ধর্মীয় পীর-ফকির-দরবেশগন অতি প্রিয় হয় যে কারনে বাঙ্গালী মুসলিমদের মধ্যে পীরের ব্যবসা, তাবিজের ব্যবসা একেবারে রমরমা। কোন কোন স্বার্থান্বেষী মাওলানারা (*যেমন রাজাকার-মাওলানা সাঈদী)* আবার এসব আজগুবি কেচ্ছা-কাহিনী কাফেরদের তৈরী কেসেটে বন্দ্বি করে বাজারে দেদার বিক্রি করছে এবং কিছু কুসংস্কারপুর্ন মিথ্যা কথা বিক্রি করে সাধারণ গরীবের পকেট লুট করে নিচ্ছে। এসবই হচ্ছে ইসলামের নামে,আল্লাহর নামে!

বাংলাদেশের গাও-গ্রামে এমনকি আজকাল শহরেও অসংখ্য ইসলামি জলসা বা ওয়াজ-মাহফিল হয়ে থাকে যেখানে হাজার হজার সাধারণ অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, কুশিক্ষিত, এমনকি অনেক শিক্ষিত বড় বড় ডিগ্রিধারী অন্ধবিশ্বাসী মুসলমানরাও মাওলানাদের ওয়াজ তম্ময় হয়ে শুনে থাকে। এইসব মাওলানাদের বক্তব্যে **বেশি অংশই থাকে কুসংস্কার পুর্ন ইসলামের বিভিন্ন কিচ্ছা-কাহিনী এবং নানারঙ্গের ধর্মীয় উপাখ্যান।** বলা বাহুল্য, উপরোল্লিখিত **'কাছাছুল আম্বিয়া'** কিতাবটিই যে মাওলানাদের আসল সম্বল, এতে কোন সন্ধে নেই। এইসব কুসংস্কারপুর্ন গল্প মাওলানাদের মুখে শুনার পর গ্রাম্য সাধারণ মুসলমানদের মনে অনেক কুসংস্কারপুর্ন কথাই সত্যি বলে বিশ্বাস হয় এবং তাদের মনে সর্বদা কুসংস্কারপুর্ন ভয়ভীতির সৃষ্টি হয় এবং তারা সকলেই একটা অজানা অলৌকিকতার সাগরে সদাসর্বদা ডুবে থাকে। কেহ কেহ আবার এইসব কুসংস্কারপুর্ন কেচ্ছা-কাহিনী শুনে ভক্তিতে গদ গদ হয়ে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কেঁদে বুক ভাষায়।

ছোটবেলা এমনি অনেক ওয়াজ-মাহফিলে গিয়ে মাওলানাদের সুমধুর কন্ঠে অনেক কুসংস্কারপুর্ন গাজাখুরি গল্প শুনে মাঝে মাঝে চিন্তা হত যে এইসব মাওলানারা কোথায় পায় এত কুসংস্কার। তাদের জ্ঞানের বহর দেখে অবাক হতাম। এখন দেখছি যে ইসলামি কিতাব গুলোতে কুসংস্কারের কোন অভাব নেই মা'শাল্লাহ। উল্লেখিত ঔসব ইসলামী কিতাব থেকেই পাঠকদের জন্য কিছু ইসলামি কুসংস্কারের নমুনা পেশ করছি আমার এই ধারাবাহিক প্রবন্দ্বে। উল্লেখ্য, এইসব কুসংস্কার ইসলামী কিতাব থেকে হুবুহ বই থেকে তুলে দিচ্ছি এবং ইহাতে আমার নিজের সৃষ্টি কিছুই নেই। তবে মাঝে মাঝে আমার অল্পকিছু রসালো মন্তব্য *(ব্রাকেটের ভিতরে)* থাকবে। আমার এবারকার ইসলামি কুসংস্কারে সিরিজ কিছুদিন ধরে চলবে আশ করি। এবারে আসুন, আমরা খুজে দেখি মুসলিম-আমজনতা কি ধরনের কুসংস্কারে সর্বদা ডুবে থাকে!

(বিঃ দ্রঃ চতুর্থ খন্ডে ১৮-২৩ নং কুসংস্কার দেওয়া হয়েছিল)

(২৪) আদম এবং বিবি হাওয়া উলঙ্গ অবস্থায় কি ভাবে লজ্জা নিবারন করিয়াছিলেন!

শয়তানের প্ররোচনায় গন্দম ফল খাওয়ার পাপের ফলে যখন তাদের বেহেশতী পোষাক শরীর থেকে উদাও হয়ে গেল, তখন তারা উভয়ে লজ্জা ঢাকার জন্য বৃক্ষের পাতা ব্যবহার করার মনস্থ করিলেন। একে একে সকল বৃক্ষের নিকট যেয়ে পত্র প্রার্থনা করিলেন, কিন্তূ কোন বৃক্ষই তাদেরকে পত্র প্রদান করিতে রাজী হইলনা। অবশেষে তাঁহারা আঞ্জির এবং উদ (চন্দন) বৃক্ষের নিকট অনুনয় সহকারে পত্র প্রার্থনা করায় তাহাদের এই চরম বিপদে পত্র দিয়া সাহায্য করিল। আদম এবং বিবি হাওয়া আঞ্জিরের পত্র দ্বারা গুপ্তাঙ্গ এবং চন্দন বৃখের পত্র দ্বারা সারা শরীর ঢাকিলেন (বেহেশতে বোধ হয় কোন ইন্ডিয়ান শাড়ির দোকান খুজে পায় নাই)। যাহা হউক,আদম (আঃ) এবং বিবি হাওয়ার এহেন দুরাবস্থায় বৃক্ষগুলি তাহাদের প্রতি দয়া দেখানোর ফলে আল্লাহ তায়ালা গাছগুলোর উপর বেজায় খুশি হইলেন। ফলে দুনিয়াতে আঞ্জির ফল চিরদিনের জন্য অত্যন্ত প্রিয় ফল হইল এবং আল্লাহ তায়ালা এই ফলকে অত্যন্ত সুস্বাদু করিয়া দিলেন, আর উদ বা চন্দন বৃক্ষের বাকলে এত সুঘ্রান দান করিলেন যে দুনিয়ার মানুষেরা উহা আগুনে জালাইয়া উহার সুঘ্রান উপভোগ শুরু করিল।

(২৫) আল্লাহর আদেশ অমান্য করায় আদম, হাওয়া, ময়ুর এবং সর্পকে কোথায় ফেলে দেওয়া হইয়াছিল!

আল্লাহ তায়ালার কঠোর আদেশ অমান্য করায় আদম, বিবি হাওয়া, শয়তানের ষড়যন্ত্রে সাহায্যকারী ময়ুর এবং সর্পকে আল্লাহর হুকুমে ফেরেশতাগন তাদের সকলকে বেহেশত থেকে ঘার ধরে বের করে দেয়। আদমকে ফেলেদেয় সরনদ্বিপ অর্থাৎ সিংহলে, বিবি হাওয়াকে নামাইয়া দেয় জিদ্দা নামক আরবের শহরে, ময়ুরকে নামিয়ে দেয় কাবুলে এবং সর্পকে নামিয়ে দেয় ইস্পাহান এলাকায়।

(২৬) হযরত আদম (আঃ) এবং বিবি হাওয়ার চোঁখের পানি থেকে কি কি সৃষ্টি হয়েছিল!

আল্লাহ তায়ালার অভিশাপে আদম (আঃ) স্বরনদ্বীপে এবং বিবি হাওয়া আরবের শহর জিদ্দায় পতিত হইয়া তাহারা উভয়ে একে অন্যের জন্য শোকের আকুল সাগরে ভাসিলেন। তাদের এই বিচ্ছিন্নতার কারণে একে অন্যের অভাবে জলিয়া পুরিয়া মরিতে লাগিল এবং চরম দঃখে উভয় কাঁদিয়া বুক ভাসাইতে লাগিল। সরণদ্বীপে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আদম (আঃ) এর চোখ থেকে এত অশ্রু বের হইল তাহাতে যমিনের উপর দিয়া স্রোত প্রবাহিত হইল। সেই চক্ষুর পানি হইতে দুনিয়ার বুকে সর্বপ্রথম খুরমা বৃক্ষের উৎপত্তি হইল এবং স্রোতধারার দুই পার্শে পয়দা হইল লবঙ্গ এবং জায়ফল বৃক্ষ।

অপরদিকে আরবের জিদ্দায় বসে বিবি হাওয়া একা নিঃসঙ্গ অবস্থায় একইভাবে আদমের জন্য কাঁদিয়া বুক ভাসাইতে লাগিলেন। বিবি হাওয়ার সেই চোখের পানি থেকে পয়দা হইল দুনিয়াতে প্রথম মেহেন্দী বৃক্ষ। আর তাহার অশ্রু প্রবাহিত হইয়া সেই পানি যে সকল নদীতে গিয়া পরিল সে সকল নদীর তলদেশে জন্মিল মনি-মুক্তা, মোতি প্রভৃতি বহু মুল্যবান পাথর।

(২৭) আদম (আঃ) এবং বিবি হাওয়ার সঙ্গে মিলন কি ভাবে হইল!

আদম এবং বিবি হাওয়া তাদের বিচ্ছিন্নতার শোকে হাহাকার করিতেছিলেন এবং এমন অবস্থায় কেটে গিয়েছিল তাদের তিনশত বৎসরকাল। এতদিন পর হঠাৎ আল্লহ রাব্বুল আলামীন এই দুঃখ জর্জরিত দু'টি বান্দার প্রতি মুখ তুলে তাকালেন। আল্লাহ ফেরেশতা জিব্রাঈলকে বলিলেন, ওহে জিব্রাঈল! তুমি আমার বান্দা আদমের কাছে গিয়া বল সে যেন মক্কা শরীফে গিয়ে হজ্জ আদায় করে। জিব্রাঈল আদমের নিকটে যেয়ে একথা জানালে আদম (আঃ) সঙ্গে সঙ্গে স্বরন্দ্বীপ থেকে

মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হইয়া যান। ওলামায়ে কেরাম এবং বোযর্গানের মতে আল্লাহ তখন স্বরন্দ্বীপ থেকে মক্কা শরীফের দুরত্ত্ব এত কমিয়ে দিলেন যে আদম (আঃ) **মাত্র ত্রিশ বার** পদক্ষেপ করিয়াই মক্কা শরীফে পৌছিয়া গেলেন। তিনি তথায় পৌছা মাত্র অগনিত ফেরেস্তা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলঃ হে আদম! আমরা আল্লাহর নির্দেশে একাধারে দুই হাজার বৎসর ধরিয়া এখানকার খানায়ে কা'বার তাওয়াফ করিতেছি। উল্লেখ্য, ঔসময় খানায়ে কা'বার নাম ছিল **'বাইতুল মা'মুর'**। উহা অবশ্য তখন কোন প্রকাশ্য বা দৃশ্যমান গৃহ আকারে ছিল না। বরং চতুর্থ আসমানে 'বাইতুল মা'মুর' নামে ফেরেস্তাদের নামাজ পড়ার জন্য যে মসজিদটি আছে তাহার ছায়া ঠিক মক্কা শরীফের ঔস্থানটিতে পতিত হইত। পরবর্তীকালে হযরত আদম (আঃ) কর্তৃকই ওক্ত স্থানে একটি মসজিদ তৈরী করেন যার নাম করা হয়—বাইতুললাহ বা খানায়ে কা'বা—আল্লাহর ঘর নামে। হযরত (আঃ) ঠিক ঔস্থানের অদুরে **'আরাফাতে জবলে'** তে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েন। আরাফাতের উক্ত স্থানে বসে আদম যখন কঁদিয়া কাঁদিয়া আল্লাহর কাছে তাদের পাপের জন্য উর্দ্বদিকে তাকিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছিলেন তখন হঠাৎ আদমের দিব্যজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন আল্লাহ পাকের পবিত্র আরশে মুয়াল্লার অপুর্ব দৃশ্য আর তাহার গাত্রে লিখিত দেখিলেন একটি কলেমা—**'লা ইলাহ ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'**। তখন আদম (আঃ) আবার মোনাজাত শুরু করিয়া বলিলেন—'হে পরোয়ারদিগার! আপনি আপনার পেয়ারে হাবীব হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর উসিলায় ও তার বরকতে আমাদের গুনাহ মাপ করে দেন।' এইবার আদমের প্রার্থনায় হযরত মুহাম্মদের নাম উল্লেখ থাকায় আল্লাহ তায়ালার কৃপা সাগর উথলিয়া ইঠিল। সঙ্গে সঙ্গে জিব্রাঈলকে আদেশ করিলেন খবর দিতে যে আল্লাহ তায়ালা করুনাময় আদম ও হাওয়ার সমস্ত গুনাহ মাপ করিয়া দিয়াছেন। জিবারাঈল এই শুভস্বংবাদ দিয়ে আদমকে বলিলেন এবার আপনার প্রার্থনায় হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর নাম থাকায় আল্লাহ থায়ালা আপনাদের সকল গুনাহ মাপ করিয়া দিলেন। আপনি যদি পুর্বেই এরূপভাবে আল্লাহর পেয়ারের দোস্তের নাম উল্লেখ করিতেন তবে অনেক পুর্বেই আপানাদের গুনাহ মাপ হইয়া যাইত।

ফেরেশতা জিব্রাঈলের সঙ্গে যখন আদম (আঃ) কথোপকথন করিতেছিলেন তখন হঠাৎ তার চোখের দৃষ্টি সম্মখস্ত প্রান্তরের শেষ দিকে পতিত হওয়ায় দেখিলেন বিবি হাওয়া জেদ্দার দিক থেকে দ্রুত তার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। এই দৃশ্য দেখিয়া আদম আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি উঠিয়া দৌড়িয়া বিবি হাওয়ার দিকে আগাইয়া গেলেন এবং তাকে জড়াইয়া ধরিয়া আকুলভাবে কাঁদিয়া দিলেন। বিবি হাওয়াও সুদীর্ঘকাল বিচ্ছেদের পর স্বামীকে ফিরিয়া পাইয়া অবোধ শিশুর ন্যায় ফুফাইয়া ফুফাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। স্বামী-স্ত্রীর মধুর মিলন দেখিয়া দুনিয়ার সকল ফেরেশতারাও আনন্দে কাঁদিতে লাগিল। যে স্থানটিতে আদম ও হাওয়ার মিলন ঘটেছিল সেই স্থানটির নামই হল আরাফাত ময়দান। (সোবাহানাল্লাহ!)

(২৮) হযরত আদম (আঃ) কে 'আওলাদে আদম' প্রদর্শন কি ভাবে করা হইয়াছিল!

হযরত আদমের দুনিয়াতে প্রথম হজ্জ আদায় হওয়ার পরে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতা জিব্রাঈলকে আদেশ করিলেন—'হে জিব্রাঈল! তুমি আদমকে আস্মান প্রান্তরে নিয়ে যাও। সেখানে গিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে তোমার একটি ডানা মর্দন কর। তাহাতে দুনিয়ার বকে রোজ কেয়ামত পর্যন্ত আদমের যত আওলাদ জন্মগ্রহন করিবে, তাহারা সকলেই তোমাদের সম্মুখে এখনই আত্মপ্রকাশ করিবে। তমি আদমকে তাহাদের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিও। আল্লাহর এই নির্দেশ মোতাবেক জিব্রাঈল (আঃ) হযরত আদম (আঃ) কে আস্মানের বিশাল প্রান্তরে লইয়া গেলেন তাহার পৃষ্ঠে একটি পাখা মর্দন করলেন। অমনি আল্লাহর অসীম কুদরতে আদমের সকল ভাবী আওলাদগন তাহার সম্মূখে এসে হাজির হইল। তাহাদের সংখ্যা এত অধিক ছিল যে সারা দুনিয়ার প্রসস্ত যমিন ও জায়গা দিতে পারিতেছিলনা।

এই অবাক দৃশ্য দেখিয়া আদম জিব্রাঈলকে জিজ্ঞেস করিল—ভাই জিব্রাঈল এরা সকলে কারা? জিব্রাঈল উত্তুর দিল, ইহারা সকলেই আপনার ভবিষ্যত বংসধর, দুনিয়াতে তাহাদের সকলের

অবির্ভাব হইবে। জিব্রাঈল তখন বলিল—আমার এত বেশি বংসধর দুনিয়া জায়গা দিবে কি ভাবে? আল্লাহর আদেশে জিব্রাঈল উত্তুর দিল—এরা সকলে একসঙ্গে আসিবে না। ইহাদের কতক আগমন করিবে, কতক মায়ের পেটে থাকিবে, কতক পিতার পৃষ্ঠে, কতক থাকিবে কবরে। সুতরাং ইয়াহাদের নিয়ে তোমার কোন ভাবিতে হইবে না।

(২৯) কা'বা গৃহের কালো পাথর (হাজরুল আসওয়াদ) কি ভাবে জন্ম হইল!

আল্লাহ তায়ালা মাবুদ এক ফেরেশতাকে বলিলেন—হে ফেরেশতা! তুমি আদম সন্তানদের আমার প্রতি 'একরারনামা' তাহাদের হাতে লিখাইয়া লইয়া উহা তোমার নিজের মুখের মধ্যে রাখিয়া দাও। উক্ত ফেরেশতা যথাযথভাবে আল্লাহর আদেশ পালন করিল। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরতে সেই ফেরেশতাটি একখানা কালো পাথরে পরিনত হইয়া গেল। ঔদিন হইতেই এই পাথরখানা **'হাজরুল আস ওয়াদ' বা কালো পাথর** নামে আখ্যায়িত হইয়া আসিতেছে। সেই সময় হইতেই কা'বা গৃহের ডান দিকে স্থাপিত হইয়াছে **'হাজরুল আসওয়াদ'** নামক পাথরটি। প্রাচীন কাল হইতেই হজ্জব্রত পালন কারীরা এই পবিত্র কালো পাথরটিকে সশ্রদ্ধ চুম্বন করিয়া থাকে।

সুত্রঃ কাছাছুল আম্বিয়া; সৌদী কর্তৃক পবিত্র কোরানের বাংলা অনুবাদ (মাওলানা মহীউদ্দিন খান); মু'কসেদুল মুমিনিন ; বেহেশতের জেওর।

(চলবে)